দৈনিক জনকণ্ঠ

228

তারিখ 25 JAN 1998

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা ভার্সিটিতে এক শ' কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষার আধুনিকায়ন ও ভৌত অবকাঠামো প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ' কোটি টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক বরাদ্দের প্রায় দ্বিগুণ। একবিংশ শতাব্দীর আগে দীর্ঘমেয়াদী এ প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাক-একনেক প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। খবর বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন সূত্রের।

জানা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে নতুন সাজে সজ্জিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা, গবেষণা, অবকাঠামো প্রভৃতি দিক থেকে আমূল পরিবর্তন আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হবে আরও ১২টি আধুনিক ও যুগোপযোগী বিভাগ। এর ফলে পূর্বনির্ধারিত সিট ছাড়াও পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের আবাসিক সঙ্কট নিরসনে ছাত্রদের জন্য একটি এবং ছাত্রীদের জন্য আরও একটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে। ছাত্র-শিক্ষকদের গবেষণার জন্য নির্মাণ করা হবে দু'টি রিসার্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। প্রায় সব ক'টি বিভাগে কম্পিউটার লিটারেসি প্রোগ্রাম থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী ও বাংলা ভাষাজ্ঞান পর্যাপ্ত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতি বিভাগে ১০০ অথবা ৫০' নম্বরের ফাঙ্কশনাল ইংলিশ ও বাংলা চালু করা হবে। টিএসসিতে নির্মাণ করা হবে এলামনাই হাউস। বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হবে, শিক্ষকদের জন্য নির্মাণ করা হবে ৫০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ১৪তলা ভবন। তরুণ শিক্ষকদের জন্য সিঙ্গেল ও ডাবল রুম তৈরি করা হবে। অফিসার ও কর্মচারীদের জন্যও নির্মাণ করা হবে ফ্ল্যাট।

নতুন ১২টি বিভাগ চালু করা হবে

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০টি বিভাগের সাথে আরও ১২টি নতুন বিভাগ চালু করা হবে। এসব বিভাগ হচ্ছে পপুলেশন সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, একোয়াকালচার এ্যান্ড ফিশারিজ, পোভারটি এলিভিয়েশন এ্যান্ড মাইক্রোক্রেডিট, ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স, বায়োটেকনোলজি, আরবান স্ট্যাডিজ, ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিক্স, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি এ্যান্ড ফার্মেকোলজি, পিস এ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্ট্যাডিজ, কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান ও আমেরিকান স্ট্যাডিজ। এসব বিভাগে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি করা হবে। এছাড়া চালু করা হবে দু'টি সেন্টার। এগুলো হচ্ছে সেন্টার ফর এ্যাডভান্স রিসার্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োজিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস সায়েন্সেস) এবং সেন্টার ফর এ্যাডভান্স রিসার্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন আর্টস এ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস। এছাড়া এপ্লাইড ফিজিক্স এ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টকে আপগ্রেড করে টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স রোবোটিক্স টেকনোলজি নামকরণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কে উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে আন্তরিক। তিনি জানান, একবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা আমূল পাল্টে যাবে বলে আশা করছি। নতুন বিভাগগুলো কবে থেকে চালু হবে এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য জানান, আশা করছি আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে কয়েকটি বিভাগ চালু হবে। বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে। প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে আজাদ চৌধুরী জানান, ঈদের পর আমরা বিষয়টি নিয়ে বসব। মেডিক্যাল ও বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি এমসিকিউ বহাল থাকবে বলে উপাচার্য জানান।